182 Cc. 884. 4.

রমণী-রত্ন

শ্রীমতী গোয়েণ্ডোলাইনের

জীবনচরিত।

" * * *

দানেন পাণির্নচ কঙ্কণেন
আভাতি কায়ঃ করুণাপরাণাম্
পরোপকারেণ ন চন্দনেন।"

শ্রীভর্ত্তৃহরি।

শ্রীঅন্নদাচরণ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম।

সাধারণ যন্ত্রে,—শ্রীশ্যামাপদ রায় দ্বারা
মুদ্রিত।

১৮৮৪। মার্চ্চ।

“গোয়েন্দোরিণ” অভিসারে

ভক্তি . . . পূর্ব্বক

বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণের

শ্রীকরকমলে সমর্পিত হইল

ভূমিকা

"গোয়েণ্ডেলাইনের জীবন চরিত" একটী ধর্ম্মপরায়ণা ইংরেজ রমণীর জীবনের চিত্র। এই ক্ষুদ্র জীবন ফলকে খ্রীষ্টীয় চরিত্রের মহত্ব ও ঔদার্য্য, জ্বলন্ত উৎসাহ, কার্য্যক্ষমতা এবং ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণ প্রতিফলিত রহিয়াছে গোয়েণ্ডেলাইনের জীবন এবং কার্য্য একই সূত্রে আবদ্ধ; কার্য্য ঠিক জীবনের অনুরূপ। এরূপ উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ সাধুজীবন যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে তাহা কিছুই বিচিত্র নয় যুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই তাঁহার জীবনের সবিশেষ সমাদর গোয়েণ্ডেলাইনের প্রথম জীবনী ইতালীয় ভাষায় লিখিত হয় পরে উহা ফরাসী, জর্ম্মণ এবং ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে

আমি একদা ইংরেজী ভাষায় একখণ্ড কীটদষ্ট "গোয়েণ্ডেলাইনের জীবন চরিত" প্রাপ্ত হইয়া মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেছিলাম। আদ্যোপান্ত সমস্ত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, এবং মনেং বিবেচনা করিলাম ভারতবর্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট জীবনের বিশেষ সমাদর হওয়া উচিত। এই ভাবিয়া আমি এই ক্ষুদ্র ইংরেজী জীবনীটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই অনুবাদ শেষ করি-

দাম। এক্ষণে স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এরূপ উৎকৃষ্ট জীবনের মূল্য বুঝিতে সক্ষম হন।

জীবন সত্যপথে পরিচালিত করিতে এবং সত্য জীবনে ফল প্রদ করিতে সাধু জীবন পাঠ এবং পর্য্যবেক্ষণই একটী বিশেষ উপায়। যুবক যুবতীগণ যদি সর্ব্বদা এরূপ সাধু চরিত্র ও সাধু দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া তত্তাবৎ আয়ত্ত করেন, এবং নিয়ত তদ্বিষয় আলোচনা করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের জীবন সাধু ও পবিত্র হইবে। তাঁহারা অসৎচিন্তা ও অসৎ কল্পনার রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া শরীর মন ক্লান্ত ও অপবিত্র করিতে অবসর পাইবেন না, এবং সাধু জীবনের ভাব আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিবে একবার সেই ভাব দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইলে অন্য কিছুই উহাকে উন্মূলিত করিতে পারিবে না।

পরিশেষে বঙ্গীয় মহিলাগণের নিকট আমার বিশেষ নিবেদন এই, যেন তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, এই পবিত্রা রমণীকে আদর্শস্বরূপ জীবনের সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইতি

চট্টগ্রাম
১লা চৈত্র, ১২৯০

অনুবাদক

শ্রীমতী

গোয়েণ্ডোলাইনের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

গোয়েণ্ডোলাইন বালিকা।

ষ্টেফোর্ডসায়ার স্থিত অত্যুচ্চ পাহাড়শ্রেণী পরাভূত করিয়া এন্টনটাওয়ার দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয় এই সুবিস্তীর্ণ মহাদুর্গ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয় তাহা অতীত ইতিহাসের অগোচর। ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েই এই প্রকাণ্ড দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। ইহার অনতিদূরে অপর একটী পুরাতন ভজনমন্দিরের জীর্ণাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইহা অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্ব সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবে বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়াছে এই সকল ধ্বংসাবশেষের কিঞ্চিৎ দূরে এক অতি রমণীয় গণ্ডশৈলশিখরে

একটী সুরম্য গৃহ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও এল্টনটাওয়ার নামে অভিহিত, এবং এই টাওয়ার শ্রুজবারীর* আরল্ টেলবটদিগের বাসস্থান।

এল্টনটাওয়ারের মনোহারিণী সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্টি করিলে ইহা রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়; এবং ইহার নয়নরঞ্জন প্রাকৃতিক শোভা ও নানাবিধ প্রস্তর খচিত কারুকার্য্য সন্দর্শনার্থ বৎসর২ বহুসংখ্যক যাত্রী বহুদূর হইতে সমাগত হইয়া থাকে

ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অতি সুন্দর উদ্যান রহিয়াছে, এবং গণ্ডশৈলের অধিত্যকা ভূমি হইতে এক সুপ্রশস্ত পথ পাহাড়কে সর্পবৎ বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে এই উদ্যানের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

এই টাওয়ারের উপর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দর্শকের মন প্রকৃতিদেবীর চারু সৌন্দর্য্যে একবারে বিমোহিত হইয়া যায়, এবং তদুপরিস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর অনুপম শিল্পকৌশল দেখিলে আপাততঃ প্রাকৃতিক শোভাও তুচ্ছ বোধ হয়

---

* শ্রুজবারী—এক প্রদেশের নাম। আরল্—ইংলণ্ডীয় বড় লোকের উপাধি টেলবট—এক পরিবারের নাম

গোয়েণ্ডেলাইন এই দুর্গাধিপতির দুহিতা তাঁহার পিতা জন টেলবট (আরল্ অব্ শ্রুজবারী) ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন তাঁহার মাতার নাম মেরিয়া টেরেসা টেলবট্। ইনি লর্ড শ্রুজবারীর কনিষ্ঠা দুহিতা। শ্রুজবারীর পূর্ব্বপুরুষ দিগের বিবরণ কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ বিজেতা উইলিয়মের পূর্ব্বেও ইহাঁরা প্রবল প্রভাবান্বিত ছিলেন।

এই পরিবারে সমরকৌশল, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, এবং শাসননিপুণ, খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার প্রচুর সাক্ষ্য রহিয়াছে ইতিহাস এবং বংশাবলী উদ্ঘাটন করিলে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং ফ্রান্সের রাজপরিবারের সহিত ইহাঁদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়

এল্টনটাওয়ারের সুরম্য গৃহে অদ্যাবধি বিবিধ রাজকীয় পরিচ্ছদাদি দৃষ্টি গোচর হয়; এবং তথায় চিরদুঃখিনী মহারাণী মেরী ষ্টুয়ার্টের যে সমুদয় স্মরণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদয় দর্শন করিলে হঠাৎ নয়ন যুগল শোকাশ্রু পরিপূরিত হয় গৃহের এক পার্শ্বে ক্যাথলিকদিগের* একটী উপাসনা মন্দির আছে এবং

* ক্যাথলিক—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষ

৩থায় সচিত্র ক্রশ* মঞ্চেব উপব শোভা পাইতেছে প্রথমাবধিই টেলবট পবিবাবেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল তিন শতাব্দীব ধর্ম্মবিপ্লব তাঁহাদিগকে কেশ পরিমাণেও টলাইতে পাব নাই তাঁহাবা পবম ক্যাথলিক ছিলেন। গোয়েণ্ডেলাইনের পিতাও একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান ছিলেন খ্রীষ্টীয ধর্ম্মে তাঁহাব দৃঢ মতি ছিল।

খ্রীষ্টীয় ১৮১৭ অব্দেব ৩বা ডিসেম্বব সেণ্টঝেভিযাবেব ভোজ উপলক্ষে মহা আনন্দ উৎসব হইতেছিল সেই পবিত্র দিবসে পবিত্র উৎসবেব সময় প্লষ্টাবেব অন্তর্গত সেণ্টেন্‌হ্যাম্ নগবে গোযেণ্ডেলাইনেব জন্ম হয় খৃষ্টানদিগেব চিবন্তন প্রথানুসারে ব্যাপ্‌টিজেমের পর গোযেণ্ডেলাইন মাতৃসন্নিধানে নীতা হই লেন লেডী‡ শ্রুজবারী নবজাত শিশুকে বক্ষে ধাবণ কবিয়া কত আনন্দ উৎসব কবিতে লাগিলেন, এবং মাতৃস্নেহে বিগ লিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বব করুন, আমাব গোয়েণ্ডে লাইন চিরকাল একপ থাকুন ;" এই বলিয়া কবযোড়ে উর্দ্ধ

* ক্রশ যদুপবি মহর্ষি ঈশাকে জীবন দান কবিতে হইয়াছিল

সেণ্টঝেভিয‡বেব ভোজ উক্ত মহাত্মাব সম্মানার্থ যে ভোজ ‡লেডী শ্রীং লর্ড পুং

দৃষ্টিতে করুণাময় ঈশ্বরের নিকট সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন

গোয়েণ্ডোলাইন মাতৃস্নেহে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ; তৎসঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতার প্রীতি ও আনন্দোচ্ছ্বাসও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোমল প্রকৃতি এবং নম্রস্বভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল তাঁহার হাস্যপূর্ণ অধরে ভাবী মহত্বের রেখা দেখা যাইত, এবং প্রত্যেক নয়নপলকে দুঃখপূর্ণ সংসারের সহানুভূতি চিহ্ন প্রকাশিত হইত তাঁহার প্রত্যেক ভাব ভঙ্গিতে কোন গূঢ় অর্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখা যাইত

টেলবট পরিবারের মধ্যে সুখ এবং শান্তি অটলভাবে বিরাজ করিতেছে স্বল্পকাল মধ্যে একই শাখায় আরো একটী ক্ষুদ্র কুসুমোদ্যাম হইল, এবং ক্রমে বিকসিত হইতে লাগিল এই কুসুমদ্বয় সমস্ত পরিবারকে সুখ সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিল গোয়েণ্ডোলাইন সংসারে আসিয়া প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিলেন 'যীশু এবং মেরী*'। গোয়েণ্ডোলাইনের মাতা অভিলাষ করিয়াছিলেন যে বাক্‌শক্তির প্রথমফল ঈশ্বরে

* মেরী খৃষ্টের মাতা।

সমর্পণ করাই বিধেয, তদনুসারে তিনি আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই সন্তানকে এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যখন গোয়েণ্ডলাইন নিতান্ত শিশু তখন হইতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে, এবং করপুটে স্বর্গীয় পিতাকে ডাকিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন জননী যাহা বলিতেন, গোয়েণ্ডলাইন সযত্নে ভক্তি ও নম্রভাবে তত্তাবৎ মনে রাখিতেন এবং সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতেন

ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও বড় লোকদিগের প্রথানুসারে শ্রুজবারীর পরিবার মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ যুরোপখণ্ডের অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিতেন এক্ষণেও তাঁহাদের সেই ভ্রমণের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু স্নেহময়ী জননী কোনরূপে গোয়েণ্ডলাইনকে এবং অন্যতর কন্যা মেরীকে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া যাইতে সম্মতা হইলেন না; সুতরাং গোয়েণ্ডলাইন এরূপে বাল্যাবস্থাতেই সেই মহাপ্রদেশে পরিভ্রমণের সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, ইতালী এবং জর্ম্মণ সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা শীতঋতুর প্রারম্ভে মহানগরী রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এই মহা নগরীতে তাঁহাদের অনেক উৎকৃষ্ট সুখসেব্য আবাস ভবন ছিল

বারম্বার দেশ ভ্রমণ দ্বারা গোয়েণ্ডেলাইনের বুদ্ধি ও জ্ঞানের আশ্চর্য্য উৎকর্ষতা সাধিত হইল, এবং বহুবিধ ভাষাজ্ঞানেরও সুবিধা হইল অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই গোয়েণ্ডেলাইন মাতৃভাষা ইংরেজী ব্যতীত ফরাসী, ইতালী ও জর্ম্মণী ভাষায় অনায়াসে কথাবার্ত্তা বলিতেও বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তৎকালে ইতালীতে আসিয়া যে সমুদায় সম্ভ্রান্ত লোক এবং রাজা ও রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন, গোয়েণ্ডে লাইন তাঁহাদের বিশেষ ভালবাসার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। রোমেও তিনি অনেকের নিকট পরিচিতা হইলেন; তাঁহার সদ্‌গুণে ও নম্রতায় বশীভূত হইয়া পোপ তাঁহাকে কন্যাবৎ ভাল বাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন

জননী গোয়েণ্ডেলাইনের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমুন্নতির জন্য কোন প্রকার চেষ্টায় বিমুখ হইলেন না। এই প্রকারে মাতা গোয়েণ্ডেলাইনের মানস ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিলেন স্বল্পকালের মধ্যেই তাহা অঙ্কুরিত হইল, এবং কালে সুফল প্রদান করিবে বলিয়া সকলের মনে আশার উদ্দীপন করিয়া দিল।

গোয়েথেলাইনের বিশুদ্ধ চবিত্রের একটী ভাব এই বাল্য-কালেই দেখা যাইতে লাগিল তিনি নিজ হস্তে দরিদ্রকে দান করিতে পাবিলে যেরূপ সুখ অনুভব কবিতেন, বহুমূল্য বসন ভূষণ অথবা সুমিষ্ট আহারীবেও তাঁহাব তদ্রূপ সুখ হইত না তাঁহার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি যেমন বড় হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে এই দরিদ্র সহানুভূতিও এতদূর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহা সমস্ত জগৎকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক বৎসরের অনুপস্থিতির পব, তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং এণ্টনটাওয়ারে আসিয়া সুখে বাস কবিতে লাগিলেন এই স্থানে গোয়েথেলাইনেব শিক্ষা সমাপ্ত হইল এক্ষণে আমবা গোযেথেলাইনেব জীবনের অপেক্ষাকৃত উন্নত চিত্র প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোয়েণ্ডেলাইন—যুবতী।

গোয়েণ্ডেলাইন ধীরে ধীরে বাল্যসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার যৌবন কুসুমের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে চতুর্দ্দিক বিমোহিত হইল। যে কেহ এণ্টনটাওয়ার দর্শন করিতে আসিত, সেই তাঁহার রূপগুণে সুখী হইয়া যাইত, এবং মনে মনে কতই তাঁহার প্রশংসা ও সাধুবাদ করিত গোয়েণ্ডেলাইন নিজেও সুখী ছিলেন এবং সেই সুখ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিলেন এই সুখ তাঁহার জীবনের নির্দ্দোষিতা ও পবিত্রতা সমুৎপন্ন তিনি সমস্ত দিবস সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া আনন্দিত হইতেন যেই দিন তিনি দুর্গ সমীপবর্ত্তী দরিদ্রদিগকে ইচ্ছামত দান করিতে না পারিতেন, যেই দিন তিনি স্বহস্তে অনাথ রোগগ্রস্থদিগের সেবা

শুশ্রূষা করিতে না পারিতেন, সেই দিন তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইত, সেই দিন তিনি যৎপরোনাস্তি অসুখে দিন কাটাইতেন তাঁহার অন্তরে এতদূর প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল যে, তিনি কোন সময়ে কাহারও প্রার্থনায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন বা মুখ বিকৃতি করিতে পারিতেন না অন্যের দুঃখ তিনি নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং সাতিশয় যত্নের সহিত তৎপ্রতিবিধানে চেষ্টা পাইতেন তাঁহার দরিদ্র সহানুভূতি একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন, এবং তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এই দান কার্য্যেই নিহিত ছিল এই সমুদয় দয়া, দাক্ষিণ্য ও সৌজন্য লেডী মেরী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী গোয়েণ্ডে-লাইন হইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং ভগিনীদ্বয় ক্রমশঃ পিতা মাতার একমাত্র সুখ ও আনন্দবর্দ্ধক হইয়া উঠিলেন এই পরিবারের মহত্ত্ব এবং সৌজন্য কত দূর পরিব্যাপ্ত তাহা দেখাইবার জন্য এই স্থানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক

সমুদয় উৎসব এবং পর্ব্বের সময় তাঁহারা নিকটস্থ এবং অনতিদূরস্থ দরিদ্র ও পীড়িতদিগকে আহ্বান করিতেন তাঁহাদের বাসগৃহের সন্নিহিত একটী গৃহে সমুদয়ের যথাবিধি

সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এই স্থানে তাহাদিগকে যথাযোগ্য ঔষধ ও পথ্য প্রদানের কিছুমাত্র ত্রুটী হইত না। তাঁহাদের পারিবারিক কবিরাজের ব্যবস্থানুসারে লর্ড শ্রুজবারী নিজ হস্তেই পুরুষ রোগীদিগকে ঔষধাদি সেবন করাইতেন, এবং লেডী শ্রুজবারী স্ত্রীলোকদিগের শুশ্রূষা করিতেন। অবশেষে রোগীগণ কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলে, উত্তম বস্ত্র, ঔষধ ও কিছু অর্থ সহ তাহাদিগকে স্ব স্ব বাটীতে প্রতি প্রেরণ করিতেন।

এরূপে তাঁহারা প্রকৃত খৃষ্টীয় গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যশঃসৌরভও সেই সঙ্গে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিতে লাগিল। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, টেলবট পরিবারের সদাশয়তা এবং পরোপকারিতা ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ উইলিয়ম এক সময়ে তাঁহার সভাসদ্‌গণকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে এক জন দ্বিতীয় শ্রুজবারী বর্ত্তমান থাকা উচিত।"

এন্টনটাওয়ারে গোয়েণ্ডোলাইনের ধর্ম্মশিক্ষার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসও প্রগাঢ় অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি মহাপুরুষ ঈশার

জীবন চরিতের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ শিক্ষা করিলেন, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসেও বিশেষ প্রবীণা হইলেন

সিসার* বিশপ† ডাক্তার বেইনিশ তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইনি এক জন ধর্ম্মাত্মা এবং সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সুশিক্ষায় গোযেণ্ডেলাইনের মন নানা গুণে বিভূষিত হইল গোযেণ্ডেলাইন তাঁহার উপদেশ কার্য্যতঃ ও স্বীয় জীবনে সবিশেষ ফলপ্রদ করিয়াছিলেন। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে কেন, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ বিজাতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন, এবং তদতিরিক্ত স্পেনদেশীয় ভাষাও সেই সময়ে শিক্ষা করিতেছিলেন।

ইতিহাস, সাহিত্য, ও সঙ্গীতশাস্ত্র এবং চিত্রকার্য্যে তিনি সাতিশয় নিপুণা ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি আশ্চর্য্য নম্রতার সহিত বলিতেন, "বিজ্ঞান নম্রতার সংস্রব পরিহার করিলে, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে অবিনয়ী বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত অপেক্ষা এক জন সাধারণ কৃষকও অধিকতর প্রশংসনীয়, যিনি

* সিসা—একটি নগরের নাম। † বিশপ—উচ্চশ্রেণীস্থ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাচকগণের উপাধি

প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে স্বতঃ প্রযত্নী, তাঁহার জীবনে যদি সেই জ্ঞান কার্য্যকারী না হয়, তবে সেই বিদ্যাভ্যাস ও অশেষ যত্ন নিষ্ফল"। "ইমিটেশন্ অব ক্রাইষ্ট" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে "পরমেশ্বর কাহারও জ্ঞানরাশির ন্যূনাধিক্য দেখিবেন না, তিনি কেবল সংসারে কেকত পরিমাণ কাজ করিযাছে দেখিবেন।" গোয়েণ্ডেলাইন সর্ব্বদা এই সমুদয় সন্নীতি দ্বারা পরিচালিতা হইতেন। তাঁহার অসীম জ্ঞানরাশি সংসারের কার্য্যে ব্যবহৃত করিতে তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতেন

ক্যাথলিক ধর্ম্মানুমোদিত বিবিধ পর্ব্ব এবং উৎসবাদি এণ্টন টাওয়ারে সুন্দররূপে পরিরক্ষিত হইত এণ্টনটাওয়ারস্থ উপাসনা মন্দিরে প্রত্যহ উপাসনাদি হইত, এবং প্রতি রবিবারে টাওয়ারের নিকটস্থ গ্রামবাসীরা এই স্থানে আসিয়া সমবেত হইত। তথায় লেডী গোয়েণ্ডলাইন ও তদীয়া ভগ্নী লেডী মেরী সুমধুর স্বর সংযোগে গান করিতেন কখন কখন লেডী শ্রুজবারীও তাহাতে যোগ দান করিতেন। ইহাঁদের সুমিষ্ট ধর্ম্ম সঙ্গীতে লোকের মৃত প্রায় ধর্ম্মভাব জাগ্রত ও অন্তর দ্রবীভূত হইয়া যাইত।

শ্রুজবারী-পরিবার প্রজা ও পোষ্যবর্গের মধ্যে কেবল ধর্ম্ম-

ভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও বিশেষ যত্ন করিতেন। আরল্ অব্ এ্রুজবারী লোকের প্রকৃত মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। তিনি নিজে তিনটী স্কুলের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার দুটী বালকদিগের ও অপরটী বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি শিক্ষক দিগের বেতন ব্যতীত, দরিদ্র বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতেন, এবং যাহাতে তাহাদের স্বভাব বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। লেডী এ্রুজবারীও বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন

এরূপ সদাশয়তায় বশীভূত বালক বালিকাগণ এবং তাহাদের পিতা মাতারা ইহাঁদিগকে কতদূর ভক্তি শ্রদ্ধা করিত তাহা সহজেই অনুমেয় সাধারণ লোকে ইহাঁদিগকে কিরূপ ভাল বাসিত তাহা আরল্* ও কৌণ্টেসের জন্ম দিনোপলক্ষে এবং

* আরল বা কৌণ্ট পুংলিঙ্গ—। কৌণ্টেস স্ত্রীলিঙ্গ।

অন্যান্য খ্রীষ্টীয় পর্ব্বোপলক্ষে ও উৎসবাদিতে সবিশেষ পরিলক্ষিত হইত তাঁহারা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক দিনের পরে বাড়ী আসিয়া যখন উপস্থিত হইতেন, তখন এই অনুরাগ স্রোত প্রবল বেগ ধারণ করিত। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বহুদূর হইতে লোক আসিয়া এন্টনটাওয়ারে সমবেত হইত এবং সমগ্র পথ জনতায় পূর্ণ হইত তাহাদের আনন্দ ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া যাইত।

পৃথিবীতে দানশীল ধনী ব্যক্তির এবং কৃতজ্ঞচিত্ত দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর ও সুখপ্রদ যে ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সেই ধর্ম্মই সমস্ত মানবজাতিকে নৈকট্য সূত্রে বন্ধন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটী সুখী পরিবার গঠন করিতে সক্ষম হয় যদি পৃথিবীর সমস্ত ধনী লোক এরূপ ধনের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিত, এবং একটী ক্ষুদ্র পরিবারের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত মানব পরিবারকে অন্তরে স্থান দান করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের স্থান হইত। রাষ্ট্রবিপ্লব, ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, অবৈধতা এবং যথেচ্ছচারিতা প্রভৃতি পৃথিবীকে আর আকুল করিয়া তুলিত না। পৃথিবী নির্ব্বাত সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া নিত্য সুখের আলয় এবং শান্তি নিকেতন হইত

পূর্ব্বকালীন লোকেরা বলিতেন যে, মানুষের মানসিক বৃত্তির সম্যক্ উন্নতি সাধনের জন্য দেশ পর্য্যটন নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তদ্দ্বারা বিদেশীয় রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার এবং শিল্পাদি শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে নানা প্রকার বহুদর্শিতা দ্বারা মন সুদৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে আরল্ অব্ শ্রুজবারীও এই মতাবলম্বী ছিলেন তিনি বলিতেন, "বৃক্ষ প্রথমাবস্থাতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে রোপণ করিলে, যেরূপ সতেজ এবং আশু বর্দ্ধিত হয়, সেরূপ দেশ ভ্রমণেও মানুষের মন সতেজ ও পুষ্ট হয়" এই কারণে তিনি বারম্বার বিদেশ ভ্রমণ করিতেন, এবং এক্ষণেও তিনি পুনরায় তদর্থে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই বারও বন্ধুদ্বয়কে সঙ্গে লইলেন।

এইবার পুস্তকাবলীই তাঁহাদের একমাত্র পথের সঙ্গী হইল এবং অনবরত তাঁহারা পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। গোয়েণ্ডেলাইন একটী দৈনিক কার্য্যের স্মৃতিলিপি রাখিয়াছিলেন তাহাতে আবশ্যকীয় প্রত্যেক বিষয় লিখিয়া রাখিতেন, এবং

তিনি যে দেশ ভ্রমণের ঔচিত্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা ঐ স্মৃতি-লিপি দৃষ্টে সবিশেষ অনুভূত হয়।

জর্ম্মনীতে বহুকাল পবিভ্রমণান্তর তাঁহাদের মন পুণ্যভূমি রোম নগরীর দিকে ধাবিত হইল। তৎকালে রোম দেশ ধর্ম্মের আদর্শ স্থল এবং শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রচর্চ্চার প্রিয়ভূমি ছিল। তদানীন্তন রোমীয় সভ্যতা সমস্ত সভ্য জগতের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। এমন দেশ দর্শন করিতে কার মনে অভিলাষ না হয়?

গোয়েথেলাইন ক্রমে যতই রোমের আশ্রয়বর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন রোমের বিচিত্র দৃশ্যাবলী দৃষ্টে ততই তাঁহার মনে উচ্চ ভাবের উদয় হইতে লাগিল ততই তাঁহার বাল্যপরিচিত সমস্ত ব্যাপার প্রগাঢ় ভাবে একে একে মানসপটে অঙ্কিত হইতে লাগিল। একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বলিয়াছেন, "বিদেশীর নিকট রোম নগরী যাদুকরী বলিয়া ভ্রম হয়; রোম নগর দর্শন করা পুণ্য ও সম্মান জনক। উহা জীবনের মহৎ সুখপ্রদ স্মৃতি চিত্রপট। রোম যুদ্ধ বলে দ্বিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে শাসন করিয়া আসিতে ছিল। রোমের ন্যায় সৌভাগ্যশালী দেশ আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না।" এই সমুদয় বিষয়

চিন্তা করিতে করিতে গোয়েথেলাইন রোম নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস এরূপ প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইল যে, তিনি অমনি রোম বিষয়ক একখণ্ড ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

গোয়েথেলাইন রোমে অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ২ স্থান সমুদয় দর্শন করিতে যাইতেন, এবং সেই সমুদয় স্থানের বিষয় দৃঢ়ভাবে মনে চিত্রিত করিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিনি রোমের অধি. বাসীদিগের আচার ব্যবহার সুন্দররূপে অবগত হইলেন। গোয়ে- থেলাইন বিলাসিতাপূর্ণ আমোদ প্রমোদাদিতে রত হইতেন না তিনি সর্ব্বদাই পুস্তকপাঠে ব্যাসক্ত থাকিতেন, এবং বিশ্রাম সময়ে কলোনা* রাজপ্রাসাদস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে ভালবাসি- তেন। মধ্যে২ পিতা বা স্বজনগণ সহ অশ্বপৃষ্ঠে কিয়ৎ কাল ভ্রমণ করিয়া সুখভোগ করিতেন। প্রতি রবিবার সিস্‌টাইন্ চ্যাপেলে† উপস্থিত থাকিয়া তথাকার প্রার্থনাদিতে যোগদান করিতেন।

কোন পারিবারিক বিষয়োপলক্ষে আবল্ অব্ গুজবারী

* কলোনা—রোমীয় এক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ।
† সিসটাইন্ চ্যাপেল—ধর্ম্মশালার নাম। চ্যাপেল—ধর্ম্মমন্দির।

ইংলণ্ড যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। গোয়েথেলাইন সঙ্গে বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন লইয়া গেলেন, এবং পুনরায় এই প্রিয়ভূমি দর্শন করিতে আশা করিলেন। তাঁহারা লণ্ডন এবং ব্রাইটন নগর হইয়া যাইতেছিলেন এই স্থানে গোয়েথেলাইন ও মেরী, রাজা ও রাজ্ঞী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অতি সমাদরে পরিগৃহীতা হইলেন। রাজ্ঞী গোয়েথেলাইনের স্বভাব চরিত্রে নিতান্ত প্রীতা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তদীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রীন্সেস্ * অব্ সেক্স উইমারের প্রণয়পাত্রী জানিয়া বিশেষ সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। গোয়েথেলাইনের মানসিক শক্তির প্রাথর্য্য দেখাইবার জন্য এস্থানে একটী বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত এস্পিনেল তাঁহাকে গণিতের একটী কঠিন সমস্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া এরূপ বিশদ ভাবে তাহা প্রতিপাদন করিলেন যে, তাহাতে এস্পিনেল্ একবারে অবাক্ হইয়া তাঁহার প্রখর বুদ্ধিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে গুজবারী পরিবার এন্টনটাওয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইস্থানে গোয়েথেলাইন সাহিত্য এবং সঙ্গীত

* প্রিন্সেস্—রাজকন্যা বা রাজপুত্রের স্ত্রী।

চর্চায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিষ্টচিত্তা হইলেন। দর্শক মণ্ডলীর চিত্তবিনোদনার্থ এল্‌টনটাওয়ারে ফরাসী, ইংরেজী ও ইতালীয় বিবিধ দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইত, এবং এই সমুদয় অভিনয়ে গোয়েণ্ডেলাইনই বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইতেন। এই সকল অভিনয় দর্শন করিবার জন্য লণ্ডন হইতে মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলী, ডাচেচ্ অব্ ডিভন্ সায়ার, সার্ রবার্ট পীলও এল্‌টনটাওয়ারে উপস্থিত হইতেন।

যিনি গোয়েণ্ডেলাইনকে দেখিতেন, তিনি তাঁহার অদ্ভুত দেহকান্তিতে মানসিক প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য প্রখরতা সন্দর্শন করিতেন। কৌণ্ট্ ডি সেট্‌লিযন্ এই সময়ে তাঁহার একখানি আলেখ্য (ফটোগ্রাফ) তুলিয়াছিলেন। বিবিধ বিজ্ঞানাদির চিহ্ন সেই আলেখ্যের পার্শ্বে চিত্রিত ছিল। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, পদ্য, ভাষা, চিত্র ও অঙ্কনকার্য্য, সঙ্গীত এবং সূচি-কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন।

বিষয় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিয়া আরল্ সপরিবারে পুনর্ব্বার ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। গোয়েণ্ডেলাইন পিতা মাতা সহ প্রথমতঃ জর্ম্মনীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুকাল 'কাইজ্ঞা টেপ্লিস্' এবং 'এম্‌স্' নগরে অতিবাহিত করিয়া 'কারল্‌স্‌বাদ'

হইয়া 'কেনসিংটনে' উপস্থিত হইলেন এইস্থানে লেডী মেরী এবং গোয়েণ্ডোলাইন বেভেরিয়ার রাজ্ঞী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন

গোয়েণ্ডোলাইন যেস্থানে যাইতেন, সেই স্থানেই সাধারণের চক্ষু তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইত একদা কোন রাজকুমার তদীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু পরস্পরের ধর্ম্মগত পার্থক্য পরিণয়ের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

গোয়েণ্ডোলাইনের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আন্তরিক সৌন্দর্য্য অধিক ছিল তাঁহার নম্রতা, শিষ্টাচার ও লোক নির্ব্বিশেষে বন্ধুত্বভাবে চমৎকৃত হইয়া সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া যাইত গোয়েণ্ডোলাইন পার্থিব প্রলোভন এবং প্রতারণায় কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না। যদিও তিনি এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাতে কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা অপরিণামদর্শিতা দৃষ্ট হইত না তিনি প্রৌঢ়জনের ন্যায় শান্তস্বভাবা ও গম্ভীরাকৃতি ছিলেন তিনি প্রত্যেক বিষয়ের অপ্রাকৃত এবং অকিঞ্চিৎকর অংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও সার অংশ গ্রহণ করিতেন। পৃথিবীর

নানাপ্রকার প্রশংসাবাক্য শ্রবণে তিনি কিছুমাত্র উল্লসিতা বা অহঙ্কৃতা হইতেন না। তিনি আপনাকে ঈশ্বর সমক্ষে যেরূপ দীনাত্মা দেখিতেন কখনও তদপেক্ষা কোন অংশে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রুজবারী পরিবার জর্ম্মনী পরিত্যাগ করিলেন; এবং রোমের সেই অচিন্তনীয় নৈসর্গিক শক্তির আকর্ষণে তাঁহারা পুনর্ব্বার রোমে নীত হইলেন। পথে কিছু দিন মিলানে অতিবাহিত করিলেন। তত্রত্য বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির ভূয়সী উন্নতি দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথাকার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা বরোমিয়ন দ্বীপপুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তত্রত্য উদ্যানাবলী দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন।

গোয়েথেলাইন 'ফিসারম্যান্' দ্বীপের অধিবাসীদিগের উৎসাহ এবং উদ্যম দেখিয়া যারপর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। তথায় প্রত্যেক গৃহস্থের একখান ক্ষুদ্র নৌকা এবং জাল আছে। সমুদ্রই ইহাদিগের সম্পত্তি। এই দ্বীপের ব্যাস অর্দ্ধ মাইল এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটী নিতান্ত মনোহর। যাঁহারা সর্ব্বদা প্রকাণ্ড২ নগর এবং রাজপ্রাসাদ ব্যতীত ক্ষুদ্র দেশ

দেখেন নাই, তাঁহারা অবশ্যই এই স্থানের সাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন। তথাকার ক্ষুদ্র২ নগর, ক্ষুদ্র২ কুটীর এবং তদানুসঙ্গিক সামান্য গৃহসজ্জা সমুদয় বাস্তবিকই মনোহর এই দ্বীপপুঞ্জের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক শ্রী সন্দর্শনে গোয়েথেলাইনের মন এতদূর ভাবোচ্ছ্বসিত হইয়াছিল যে, তিনি এই সমুদয় সুন্দর দৃশ্য একটী ভাবপূর্ণ কবিতায় চিত্রিত করিয়া লইলেন। এই স্থান হইতে তাঁহারা "প্লরেন্সের*" অভিমুখে চলিলেন। তদ্দেশীয় সুন্দর২ নগর এবং কারুকার্য্য খচিত প্রসাদ ও উন্নত স্তম্ভরাজি সন্দর্শন করিয়া রোমনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

* প্লরেন্স—দেশবিশেষ।

তৃতীয় অধ্যায়।

গোয়েণ্ডেলাইন—গৃহিণী।

গোয়েণ্ডেলাইনের শারীরিক এবং মানসিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকসিত হইল এইক্ষণে তিনি সপ্তদশ বর্ষে উপনীতা তিনি এক্ষণে রোমে নাই, কিন্তু তাঁহার সাধু চরিত্র এবং স্বৎসভাব রোমীয় অধিকাংশ লোকের মনে অঙ্কিত রহিয়াছিল রোমের প্রধান২ পরিবারের অনেক যুবক তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। রাজকুমার মার্ক এণ্টনী বর্গীসও প্রথম দর্শনাবধিই গোয়েণ্ডেলাইনের অনুরাগী হইয়াছিলেন, এবং লর্ড শ্রুজবারীর সহিত সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিবার মধ্যে গমনাগমন করিতেন। এই সময়ে মার্কএণ্টনীর মাতা প্রিন্সেস্ বর্গীসের সহিত গোয়েণ্ডেলাইনের পরিচয় হয়, তদুপলক্ষে তিনি তাঁহার স্বভাব ও রূপ গুণাদি বিশেষ অবগত ছিলেন। প্রিন্সেস বর্গীস্ দেখিলেন তাঁহার পুত্রের সহিত

গোয়েণ্ডেলাইনের বিবাহ হইলে এই পরিণয় অত্যন্ত সুখজনক এবং শান্তিপ্রদ হইবে প্রিন্সেস বর্গীস্ প্রথমতঃ কৌণ্টেস্ অব্ শ্রুজবারীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করেন, এবং পরে ইতালীয় প্রথানুসারে একজন বিশ্বস্ত পুরোহিতকে গোয়েণ্ডেলাইনের সহিত স্বীয় তনয়ের পরিণয় বিষয়ক প্রস্তাব করিতে পাঠাইয়া দিলেন লেডী শ্রুজবারী কন্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা একান্ত অসহ্য হইবে বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রস্তাবিত বিবাহে সকলের মনোমত হওয়াতে অগত্যা তাঁহাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইল।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩৫ সালের ১১ই মার্চ্চ মহাসমারোহ সহকারে প্রিন্স মার্ক এণ্টনী বর্গীসের সহিত লেডী গোয়েণ্ডেলাইন টেলবটের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল যোগ্য পাত্রে যোগ্য মিলিল, বহ্ন কাঞ্চনের সম্মিলন হইল। গোয়েণ্ডেলাইন যেরূপ সদ্বংশজা, ঐশ্বর্য্য শালিনী, সুন্দরী ও নানাবিধ গুণের আকর ছিলেন ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অনুরূপ স্বামীর সহচরী হইলেন বর্গীস্ পরিবার রোমে অতি প্রসিদ্ধ বংশ এই পরিবারে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন

প্রিন্স্ বর্গীসের সহ গোয়েণ্ডেলাইনের এই সুখ সম্মিলন

গোয়েঙেলাইনেরও অভিমত হইয়াছিল এই বিবাহে অধিক সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা তাঁহার মনে ছিল না, কিন্তু অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং কার্য্যকারিতা শিক্ষা করিতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন।

এই শুভ পবিত্র কার্য্য পোপ* ওডেচেলচীর ধর্ম্ম মন্দিরে সম্পন্ন হয়। কার্ডিনেল† ওডেচেলচী এবং কার্ডিনেল ওয়েও বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করেন

রোমীয় প্রথানুসারে নবদম্পতীকে পরস্পরের স্বভাব চরিত্র বিশেষ অবগত হইবার জন্য বিষয় কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিয়া কিয়ৎকাল স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হয় তদনুসারে তাঁহারা রোম হইতে অষ্টাদশ মাইল অন্তরে স্থিত নেটানো নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। লেডী শ্রুজবারী কন্যাকে বিদায় দিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্না হইলেন; এবং তিনি শোক সম্বরণে অক্ষম হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু মোচন করিতে লাগি-লেন গোয়েঙেলাইন মাতার ঈদৃশী অধীরতা দর্শনে পুন-

*পোপ—রোমান ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য।

†কার্ডিনেল—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বিশেষ।

র্ব্বার ছয়মাসান্তর ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

গোয়েণ্ডেলাইন অতি সুখে এই নূতন জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, এবং কতিপয় মাসান্তে তাঁহারা রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন প্রিন্স ফ্রেন্সিস্কো বর্গীস মহাসুখে মূর্ত্তিমতী সুখ এবং শান্তির অবতার পুত্রবধূকে স্বগৃহে গ্রহণ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গোয়েণ্ডেলাইন সমস্ত পরিবারের প্রিয় পাত্রী হইয়া উঠিলেন। তিনি অপরাপর নবোঢ়া রমণীগণের ন্যায় কৃত্রিম গম্ভীর মূর্ত্তিধারণ করিতে জানিতেন না, পক্ষান্তরে অবিনয় ও প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিয়া সকলের বিরক্তিভাজন হওয়াকেও অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি প্রথম পদার্পণাবধিই প্রৌঢ়জনোচিত বহুদর্শিতা এবং স্থিরতা সহ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই নূতন অবস্থায় তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন জন্মিল না বরং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সৎকার্য্যে অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণা এবং নিষ্ঠাবতী হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপর নম্র এবং মধুরভাষিণী।

বিবাহের ছয় মাস অতীত হইলে, লর্ড শ্রুজবারী স্বীয় কন্যার চরিত্র বিষয় প্রিন্স ফ্রেন্সিস্কো বর্গীসকে জিজ্ঞাসা করিয়া এক

পত্র লিখিলেন বৃদ্ধ বর্গীস প্রত্যুত্তরে প্রকাশ করিলেন যে "গোয়েথেলাইন সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শস্বরূপা তাঁহার ন্যায় রমণীরত্ন আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না ;' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বৃদ্ধ বর্গীস মৃত্যু হস্তে নিপাতিত হইলেন গোয়েথেলাইন শ্বশুরের মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্তা হইলেন বৃদ্ধ বর্গীস তাঁহাকে কন্যাবৎ ভালবাসিতেন, এবং তিনিও তাঁহাকে সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন এই পারিবারিক শোক সন্তাপ অচিরকাল মধ্যেই শান্তিভাব ধারণ করিল। গোয়েথেলাইন স্বল্পকাল মধ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন, এবং সমস্ত পরিবার পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইয়া মহোল্লাসে প্রমত্ত হইল প্রিন্স মার্ক এণ্টনীও নবপ্রসূতা কন্যার মুখসন্দর্শন করিয়া পিতৃবিয়োগ জনিত শোক বিস্মৃত হইয়া গেলেন এই সুখ সমাচার শ্রবণে শ্রুজবারী সপরিবারে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।

গোয়েথেলাইন এইক্ষণ আর পিতৃগৃহবাসিনী সেই নিশ্চিন্তা বালিকা নহেন তিনি এক্ষণে গৃহিণী এবং মাতা তিনি এই সময়ে কিরূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান নগর রোমে সর্ব্বত্র

সুপরিচিতা এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তদ্বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত।

রোমে আগমন অবধি তিনি কিরূপে নিঃসহায় রোগগ্রস্থ বৃদ্ধ লোকদিগকে সাহায্য করিবেন, এবং কিরূপে মাতৃপিতৃহীন শিশুসন্তানগণকে সংরক্ষণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা নিরুপায় বালিকা ও বিধবা রমণীগণের সংস্থান করিয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই সময়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্তদিগকে অন্নদান, এবং বস্ত্রহীনদিগকে বস্ত্রদান করিতে, ব্যস্ত দেখা যাইত। তিনি অন্যের দরিদ্রতা দর্শন করিয়া নিজের বিপুল ঐশ্বর্য্যে লজ্জিতা হইতেন, এবং মনে মনে আরো বহু বিত্তের কামনা করিতেন যে, তদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীর অধিক উপকার সাধনে সক্ষম হইবেন।

তাঁহার ন্যায় অনাথসহায় এবং দরিদ্রবন্ধু আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। পতিহীনা কামিনীদিগের তিনিই একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিলেন। তাঁহার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রত্যেক শোকবিহ্বল চিত্তের সন্তাপহারী শান্তিবারি স্বরূপ ছিল। তিনি প্রত্যেকের দুঃখ কাহিনীতে সমবেদনানুভব করিতেন; এবং মর্ম্মান্তিক প্রপীড়িত হইয়া তদুপশমে যত্নবতী হইতেন অভাবে

পতিত হইয়া যাহাব গর্হিত কর্ম্ম অথবা অসংসাহসিকতার কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, কিম্বা যাহারা ধর্ম্মানুশাসনের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করে না, এতাদৃশ ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা পৃথিবীর বিষম শত্রু। সবল ও শান্তিময় জগৎ ইহাদের ভীষণ আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া সাবল্যবিহীন, শান্তিবিহীন এবং সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া পড়ে এইরূপ প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গোয়েণ্ডেলাইনের ন্যায় একটী অপরিণতবয়া রমণী রোমকে এরূপ শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার অমৃতময় সারগর্ভ বাক্যে কি সাধু কি অসাধু, কি উদার চিত্ত, কি পাষাণহৃদয়, সকলেই বিমোহিত হইয়া যাইত তিনি এরূপ বিশদভাবে গর্হিত কার্য্যের ভ্রান্তিসঙ্কুলতা প্রমাণ করিতেন, এবং সদাচরণের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেন যে, তৎ শ্রবণে অনেকেই নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করিয়া সচ্চরিত্রের উদাহরণ স্থানীয় হইতেন যে সমুদয় লোক পূর্ব্বে লোকগর্হিত কার্য্য করিয়া সমাজে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল, এবং যাহারা ধর্ম্মভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মজগতে কলঙ্ক স্বরূপী হইয়াছিল, তাহারাও এক্ষণে এই ধর্ম্মপরায়ণা পরোপ

কাব্লিনী রমণীর সদুপদেশে স্বীয় অসচ্চবিত্রের পবিবর্ত্তে সুকীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক জগতে যশস্বী হইতে লাগিল বাস্তবিক গোয়ে ওেলাইন যে জগতের কতই হিতসাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত

যখন সর্ব্বসংহারিণী ওলাউঠা সমস্ত আশিয়া, উত্তর য়ুবোপ ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স প্রভৃতি মহা সমৃদ্ধিশালী দেশ সমূহ উৎসন্ন করত অবশেষে বিকট কবালমূর্ত্তি ধারং কবিয়া ইতালী এবং বোমনগব গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, যখন ইহার মুখব্যাদানে সহস্র সহস্র জীব উদরস্থ হইতেছিল, তখন সেই বিকটার্ত্তনাদ এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মধ্যে গোয়েওেলাইন যেন দুঃখস্রোত নিবা রণ করিবার জন্য স্বর্গীয় দূতীরূপে আবির্ভূতা হইলেন

এই সময়ে রোম যারপব নাই দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল সর্ব্বত্র শোকেব ভয়াবহ অভিনয় হইতেছিল প্রত্যেক গৃহ শোকে ও বিপদে অভিভূত কোথাও অনাথ শিশু সন্তানের আর্ত্তনাদ, কোথাও পুত্রবিয়োগবিধুরা দুঃখিনী জননীর গগনভেদী ক্রন্দন ধ্বনি এবং কোথাও বা পতিহীনা পতিপ্রাণার হৃদয়স্পর্শী রোদন শব্দ সমগ্র রোমরাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সর্ব্ব দিক হইতে কেবলমাত্র শোক ও বিলাপধ্বনি কর্ণকুহর বধিব

করিতেছিল, এবং তৎকালিক সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য মধ্যে জীবিতেরাও মৃতপ্রায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকদিগের পবিত্র উপাসনা এবং প্রার্থনাদিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা সকাতরে ভ্রাতৃগণের রক্ষা ও রোমের সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন করুণাময় ঈশ্বর তাঁহাদের রোদনে এবং ব্যাকুলতায় আর থাকিতে পারিলেন না তিনি ইহার সমুচিত উপায় বিধান আবশ্যক বিবেচনা করিলেন এবং এইরূপ গভীর দুঃখরাশির উপশম ও অশান্তিস্রোত বন্ধ করিবার জন্য গোয়েণ্ডেলাইনকে নিযুক্ত করিলেন।

গোয়েণ্ডেলাইন এইক্ষণে সমস্ত রোমরাজ্যের মাতা হইলেন। তাঁহার অমৃতময়ী কথাদ্বারা অসহায় এবং অনাথদিগের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে অনাথ ও রুগ্নদিগের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে অনাথদিগের রক্ষা এবং ভরণপোষণের জন্য একটী সমাজ স্থাপিত হইল তিনি রোমের সম্ভ্রান্তা মহিলাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মূল সমাজকে অনেক শাখা সমাজে বিভক্ত করা হইল। এই

পরোপকারিণী মহিলারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রামে অনাথ নিবাসের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্তা হইলেন। প্রত্যেকে প্রতি গৃহস্থের বাটীতে গিয়া নিঃসহায়দিগের জন্য ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন গোয়েণ্ডেলাইনের এই মহৎ ভিক্ষা কার্য্য যে নিষ্ফল হইবে ইহা কখনও সম্ভবপর নয় কিন্তু জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরই পরোপকারে ব্রতী নহে আহা, পৃথিবীস্থ সকলে নিঃস্বার্থ ও জগতের দুঃখে দুঃখী হইলে পৃথিবী কি সুখধামই হইত। তাহা হইলে মানবজাতি দুঃখের লেশও জানিতে পারিত না। সর্ব্বদা স্বর্গের বিমল আনন্দ এবং নিষ্পাপ সুখ ভোগ করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিত পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সংবদ্ধ হইয়া বিবাদ কলহ বিস্মৃত হইয়া যাইত; এবং ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের সুখী পরিবার সংগঠনে সমর্থ হইত অতএব পাপী জগতের সাহায্যকারী ও ঘোর স্বার্থাভিলাষী ব্যক্তিরা যে গোয়েণ্ডেলাইনের প্রস্তাবে অসন্তোষ এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপে লোক দিগের দ্বারা তিনি কখন কখন তিরস্কৃত হইতেন এবং তৎকৃত নানাবিধ অপমানও সহ্য করিতেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা যে সময়ে সময়ে তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি

প্রদান এবং ভ্রম প্রদর্শন করিত, তাহা বলিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন একদা তিনি চাঁদা সংগ্রহার্থ বাহিব হইয়া কোন এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি গৃহাদির সুসজ্জা দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আবাস হইবে। গৃহস্বামী চাঁদা প্রদানে অসম্মত হইয়া অনেকানেক বৃথা আপত্তি উত্থাপন করিল, এবং বলিল যে, তাহাকে অত্যধিক ট্যাক্স প্রদান করিতে হয় তাহা শুনিয়া প্রিন্সেস্ সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপনি এত অধিক ট্যাক্স প্রদান করেন কারণ গবর্ণমেন্ট অতিশয় ন্যায়বান, উহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আপনি বিপুল বিত্ত-শালী।" কৃপণ তচ্ছ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইল। অবশেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল সে ধনশালী। সুতরাং অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিছু অর্থ প্রদান করিল।

গোয়েণ্ডেলাইন এবং তাঁহার সহকারিণী ভগিনীগণ এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া, যেরূপ অক্লিষ্ট অধ্যবসায় এবং দক্ষতার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বল্পকালের মধ্যেই বহু অর্থ সংগৃহীত হইল। গোয়েণ্ডেলাইনের অবিচলিত স্থৈর্য্য এবং

উৎকৃষ্ট প্রকৃতিই তদানীন্তন বিপন্ন রোমীয়দের বিপৎকালের প্রধান সহায় ছিল। লোকপ্রিয়তা তাঁহার চরিত্রকে অতিশয় শোভনীয় করিয়াছিল তিনি লোকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেন এবং এরূপ ভাবে লোকের দোষ বলিতে পারিতেন যে তদ্দর্শন শ্রবণে সকলেই নিজ নিজ অসাধুতা ও অপ্রিয়বাদিতার জন্য দুঃখিত হইতেন, এবং স্বস্ব চরিত্রসংশোধনে আন্তরিক প্রয়াস পাইতেন। তিনি দরিদ্র ও সামান্য লোকদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, এবং তাহাদিগকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় আত্মীয় জ্ঞান করিতেন তাহারাও তাঁহার এইরূপ অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যাইত, এবং মনে মনে সর্ব্বদা তাঁহার স্নিগ্ধ ও মধুর চরিত্রের প্রতিকৃতি ধ্যান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিত। এইরূপ অধ্যবসায় ও যত্ন সফল হইল। অনাথ শিশু দিগের অবস্থা ক্রমশঃ সুখপ্রদ হইতে লাগিল; এবং গোয়েণ্ডেলাইনও তৎসঙ্গে সঙ্গে পরম সুখলাভ করিতে লাগিলেন যদি কোন সময়ে তিনি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অভাব মোচনে অশক্ত হইতেন, তখন তাঁহার মুখশ্রী প্রগাঢ় কালিমাচ্ছন্ন হইত এবং তখন অন্য কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারিতেন না। এইরূপ ঘটনায় তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন; এবং

করুণাময় পিতার কৃপা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আবার কোন সময়ে যদি তিনি তাহাদিগের সুখ শান্তির অনুকূল উপায় দেখিতেন অথবা ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত ও সুখে বিহ্বল হইয়া সর্ক্বতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্ববিষয়ে অনাথ শিশুদিগের মাতৃ স্থানীয়া হইলেন তিনি কেবল তাহাদের অশন বসনে ব্যস্ত থাকিয়া নিরস্ত হইলেন না। যাহাতে তাহাদের সুশিক্ষা বিষয়ে উপায় অবলম্বন করিতে পারেন তৎজন্য বিশেষ চিন্তিতা হইলেন তিনি এইক্ষণে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুরক্ত পরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে লাগিলেন ইহাতে তাহাদের শিল্পাদি ব্যবহার্য্য বিষয়ের শিক্ষা প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা হইল তিনি সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রত্যেক শিশুকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাহাদিগকে কার্য্যক্ষম ও উৎসাহিত করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ ও আদেশ প্রদান করিতেন তাহাদিগের চরিত্র গঠন বিষয়ে তিনি অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যতঃ বিপুল দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গোয়েণ্ডে-

লাইন দরিদ্র এবং পীড়িতদিগেরও মাতা ছিলেন তাঁহার যত্নাতিশয়ে পীড়িতেরা সুস্থকায় হইলে আপন২ মাত পিতাকে ভুলিয়া যাইত প্রকৃতই তিনি যেরূপ দয়াবতী ও সচ্চরিত্রা ছিলেন, এবং যেরূপ স্নেহ সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাদের লালন পালন করিতেন, তাহাতে তিনিই তাহাদের মাত ছিলেন প্রতিদিন তিনি তাহাদিগের অভাবাদি সম্বন্ধে অনেক আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। প্রত্যেক ব্যক্তির বাটীতে তিনি স্বয়ং যাইয়া অথবা কোন লোক প্রেরণ করিয়া তাহাদের স্ব২ আবেদন পত্রের সত্যতা অনুসন্ধান করিতেন যদিও তিনি আবাল্য মহতী সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন তথাপি তৎ প্রদেশে এমন কোন দরিদ্র লোক ছিল না যাহার সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না এবং এমন কোনও সুদরিদ্রের ভগ্ন কুটীর অবশিষ্ট ছিল না যাহার লতাপত্রাদি নির্ম্মিত শয্যার উপর তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন না।

প্রত্যেক সোমবার গোয়েণ্ডেলাইন একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইয়া দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান করিতেন এস্থানে জীর্ণশীর্ণাবস্থ বৃদ্ধগণ, অনাথা অসহায়া বিধবা রমণীগণ এবং নানা প্রকার দরিদ্রগণ একত্র হইয়া তাহাদের কষ্ট যন্ত্রণা এবং অভা

বের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করাইত। প্রত্যেকেই অবস্থানুযায়ী সাহায্য এবং সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিত। তিনি একান্ত পরিণামদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেন। পাছে আলস্য এবং পাপের প্রশ্রয় পায় এই ভয়ে তিনি শিলাই করিবার এবং কাপড় বুনানের উপযোগী রেশম, পশম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া অনাথদিগকে দিতেন। তাহারা তদ্দ্বারায় বস্ত্র ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মহানুভাবা গোয়েণ্ডেলাইনকে প্রত্যর্পণ করিত। তিনি তত্তাবৎ ওজন করিয়া ফিরাইয়া লইতেন, এবং তল্লব্ধ লাভের অংশ তাহাদিগকে প্রদান করিতেন

গোয়েণ্ডেলাইনের একটী ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় ছিল। তাহাতে তিনি স্বহস্তে রোগীদিগকে ঔষধ সেবন করাইতেন, এবং আহত ব্যক্তিদিগের ক্ষত স্থানে স্বহস্তে সুন্দররূপে ঔষধ লেপন করিয়া দিতেন আহা যখন আমরা সেই পবিত্রতার অতুল ছবিখানি রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা দেখি, এবং যখন রোগীদিগের প্রতি তাঁহার সেই সহাস্য মুখের সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিতে থাকি, তখন হৃদয়ে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়! যিনি সুখশান্তিপূর্ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এতকাল

অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে এখন একরূপ অশান্তিপূর্ণ স্থানে, রুগ্ন ব্যক্তিদিগের শয্যাপার্শ্বে দেখিলে মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়। এরূপ অবস্থাতে যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন সত্য সত্যই তিনি তাঁহাতে স্বর্গীয় করুণাময়ী জননীকে অবতীর্ণ দেখিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বদা 'ডেলা ট্রিনিটা ডীপেলেগ্রীনী' নামক হাসপাতাল এবং অন্যান্য অনেক চিকিৎসালয় দর্শন করিতে যাইতেন, এবং রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থাতেও ভীত বা বিরক্ত হইতেন না তিনি স্বহস্তে তাহাদিগের শয্যা পরিষ্কার করিতেন, এবং স্বহস্তে তাহাদিগকে ভোজন ও পানীয় প্রদান করিতেন। একদা তিনি কোন এক দরিদ্রের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় একটী স্ত্রীলোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন স্ত্রীলোকটীর কেশগুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অপরিষ্কৃত রহিয়াছে দেখিয়া গোয়েণ্ডেলাইন এক খান চিরুণী আনিতে আদেশ করিলেন, এবং ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া সহচরীর ন্যায় তাঁহার কেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার স্বামী দূরস্থ কোন জমিদারী পরিদর্শন

রিতে যাইবেন বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন গোয়েণ্ডেলাইন স্বামীর আজ্ঞা অবহেলা না করিয়া অগত্যা অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেশবিন্যাস পরিত্যাগ করিলেন; এবং সুপরিচিতা সিকরী নাম্নী কোন এক দয়ার্দ্রচিত্তা রমণীর হস্তে সেই স্ত্রীলোকটীর সেবা শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিয়া স্বামীর সহ প্রস্থান করিলেন আর এক দিন গোয়েণ্ডেলাইন একটী পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার গৃহ এরূপ অপরিষ্কৃত ও পুতিগন্ধময় ছিল যে, গোয়েণ্ডেলাইনের সহচারিণী কোনমতেও সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না; সে বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল কিন্তু গোয়েণ্ডেলাইন কিছুতেই ভীতা হইলেন না রোগীর পরিধেয় যারপর নাই মলিন ও দুর্গন্ধময়, তাহার শয্যা নিতান্ত অপরিষ্কৃত এবং গৃহের চতুর্দ্দিক দূষিত দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া গোয়েণ্ডেলাইন তৎক্ষণাৎ নিজ বাটী হইতে উত্তম শয্যা ও পরিষ্কৃত পশমী বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন এবং নিজ হস্তাবরণ ও শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর গৃহ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত পরিধান পরাইয়া দিলেন, ও গৃহটীকে সম্পূর্ণরূপে রোগীর স্বাস্থ্য-

প্রস্থ করিয়া প্রস্থান করিলেন এরূপ সম্ভ্রান্তা ও উচ্চবংশ-সম্ভূতা রমণীর ঈদৃশী সহানুভূতি এবং পরোপকারিতা দেখিয়া কে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? এরূপ হীনাবস্থ জনের সহিত একত্র থাকিয়া সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করা কয় জনের জীবনে দৃষ্ট হয়? সংসারে দরিদ্র লোকের বন্ধু অতি বিরল। জগদ্বন্ধু ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদিগের আর প্রাণের বন্ধু স্বজন মিলে না। দরিদ্র বলিয়া কেহই তাহাদিগের সহিত মিশিতে চাহে না, এবং কেহই তাহাদের মনোবেদনায় বেদনানুভব করে না। ঈশ্বরই তাহাদের একমাত্র বন্ধু সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে তিনিই একমাত্র অবলম্বন। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। সংসারের দুঃখীদিগকে ভাল বাসিবার জন্যই ঈশ্বর এই রমণীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্র কন্যাই যদি পিতার নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিত, যদি তাঁহার আজ্ঞাপালন করিত তবে পৃথিবী স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইত। লোকে স্বর্গের বিমল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পৃথিবীতেই উপভোগ করিতে পারিত। অশান্তি দুঃখ অচিরাৎ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা করিতে অভিলাষী তাহাকে দরিদ্র সেবাও করিতে হইবে।

কারণ ঈশ্বরের দরিদ্র ও দুঃখী সন্তানগণ তাঁহার বড় প্রিয় গোয়েথেলাইনও এই দাসীত্বব্রত অবলম্বন করিয়া জগৎবাসীর পরিচর্য্যা করিতে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের কন্যাগণ! যদি তোমারাও এই দাসীত্বব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর যদি তোমাদের করুণাময়ী জননীর সেবা করিতে অভিলাষ থাকে, তবে এই রমণীর অনুসরণ কর জগৎকে প্রাণের ভিতরে রাখ, এবং দাসী হইয়া জগতের দীন দুঃখীদিগের সেবা কর। এইরূপে তোমরা পৃথিবীতে রমণী জন্মের মহত্ত্ব ও গৌরব স্থাপন কর, আপনাদিগকে দেবকন্যা বলিয়া পরিচয় দাও, এবং স্বর্গের অনন্ত মহিমা পৃথিবীতে বিস্তার কর

রাজকুমার বর্গীস্ মধ্যে২ পত্নী সমভিব্যাহারে গ্রাম্য আবাস ভবনে বাস করিতে যাইতেন। তথায় গোয়েথেলাইন তাঁহার তিনটী সন্তান সহ সুখে নির্জ্জন আমোদ সম্ভোগ করিতেন; কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদাই অনাথনিবাসের প্রতি ধাবিত হইত; তিনি সর্ব্বদাই দরিদ্র লোকদিগের বিষয় চিন্তা করিতেন, কবে আবার নিরুপায় অনাথদিগের সহ একত্রিত হইয়া তাঁহার নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন তজ্জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইতেন গোয়েথেলাইন নিরন্তর সৎকার্য্যের অবকাশ অনুসন্ধান করিতেন

তিনি ভৃত্যবর্গকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা অসময় বা অস্থান বিবেচনা করিয়া কোন দরিদ্রলোকের প্রার্থনা পত্র তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিতে ত্রুটী না করে

একদা কোন স্ত্রীলোক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সাহায্যার্থ আবেদন পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে গোয়েণ্ডেলাইন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন। সেই সময়ে পরি চারিকা তাঁহাকে জাগৃতা করিয় প্রার্থনা পত্রখানি তৎকরে সমর্পণ করিল। গোয়েণ্ডেলাইন অশ্ব সজ্জিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং কিছু অর্থ ও বস্ত্র লইয়া শকটারোহণে ঐ দরিদ্রার বাটী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে এরূপ অসময়ে যাইতে বার বার বারণ করাতে তিনি বলিলেন "বদান্যতা সময় বিচার করিতে জানে না"

গোয়েণ্ডেলাইন যাহাদের সাহায্য করিতেন, কোনরূপে যেন তাহাদিগের সম্মানের হানি না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন একদা একজন রোমীয় প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা রমণী ও সন্তানগণ নিতান্ত দৈন্যদশায় পতিত হয়। গোয়েণ্ডেলাইন এই পরিবারের সাহায্যার্থ বিশেষ আগ্রহ

সহকারে কিছু অর্থ সেভিংসব্যাঙ্কে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, প্রতিমাসে উহার সুদ হইতে দুই শত ফ্রেঙ্ক* ঐ অনাথ পরিবারের ভরণ পোষণার্থ প্রদত্ত হইত; অধিকন্তু তাহার প্রত্যেক কন্যার বিবাহের সময়ে যৌতুকস্বরূপ সহস্র ফ্রেঙ্ক করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। গোয়েণ্ডেলাইন যখন দানার্থ টাকা বা কোন সামগ্রী লইয়া বাটীর বাহির হইতেন, তখন অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; লোকজনও সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। একটী সামান্য অবগুণ্ঠনের† দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া পথপার্শ্বস্থ সাধারণ লোকের সঙ্গে যাইয়া মিশিতেন। এরূপ সামান্য পরিচ্ছদ ও বেশভূষা দর্শন করিয়া কেহই তাঁহাকে রাজবধূ বলিয়া মনে করিত না। অনেক সময় লোকে যে গোয়েণ্ডেলাইনের প্রশংসাবাদ করিত তিনি তাহা অপর লোকের ন্যায় শ্রবণ করিতেন। একদা তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সামান্য এক যোড়া সাল গায়ে দিয়া কোন দরিদ্রের বাটীতে

* এক ফ্রেঙ্ক আট আনার কিছু কম হইবে।

† য়ুরোপীয় রমণীরা আমাদের দেশীয় মেয়েদের ন্যায় ঘোমটা দেয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারায় মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন উহাই অবগুণ্ঠন বলা হইল।

যাইতেছিলেন, পরে তাঁহার সঙ্গে তদীয়া বক্ষকশ্রেণীর একজন যুবকের সহিত দেখা হইল যুবক কোন প্রকারের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করণার্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। গোয়েণ্ডেলাইনও তাহা বুঝিতে পারিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি স্বীয় কুঅভিসন্ধি তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলে পর তিনি বলিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ঐ গৃহস্থের বাটী পর্য্যন্ত আসুন। যুবকও তাহাই করিল গোয়েণ্ডেলাইন গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবককে বলিলেন "মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে এই প্রকোষ্ঠে আসুন, তথায় এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে পাইবেন।" যুবকও তাঁহার অনুসরণ করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক ও তিনটী সন্তান নিতান্ত কাতরভাবে গোয়েণ্ডেলাইনের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং বলিতেছে "রাজবধূ! আপনি আমাদিগের উপকারিণী মাতা" গোয়েণ্ডেলাইন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া বলিলেন "প্রিয় বৎসগণ। এই ভদ্রযুবক তোমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন; অতএব ইহাঁকেই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ প্রদান কর" যুবক সাতিশয় লজ্জিত এবং ভীত হইলেন, এবং অতি কষ্টে দুরাচারিণী কথা

উচ্চারণ করিয়া চারিটি মুদ্রা তাহাদিগকে প্রদান করিলেন ও বিনীতভাবে গোয়েণ্ডেলাইনকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন

আর এক দিবস প্রত্যুষে তিনি কোন কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে যাইতেছিলেন ; পথে দুজন লোক তাঁহাকে নাচিনিয়া তাঁহার সঙ্গে২ চলিল, এবং তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য নানাপ্রকার কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল গোয়েণ্ডেলাইন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং প্রথর প্রতিভাবলে স্বীয় মুদ্রাধার হইতে দুটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিয়া বলিলেন "প্রিন্সেস বর্গীস* তোমাদিগকে এই মুদ্রাদ্বয় প্রদান করিতেছেন, তোমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিও " ধূর্ত্তদ্বয় নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এস্থলে গোয়েণ্ডেলাইনের আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, এই ধূর্ত্তদ্বয়কে সামান্য ভিক্ষুক কল্পনা করিয়া কিঞ্চিৎ দান উপলক্ষে আত্ম-পরিচয়দানে ইহাদিগের হস্ত হইতে

* প্রিন্সেস্ বর্গীস্— গোয়েণ্ডেলাইন কারণ রাজকুমার বর্গীস্ তাহার স্বামী

মুক্তি পাওয়া যাইবে গোয়েভেলাইন এসব ঘটনার কথা কাহা কেও বলিতেন না কেবল মাত্র ঐ সমুদয় দুষ্ট ব্যক্তির সদ্বুদ্ধির উদয় জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এখানে গোয়ে ভেলাইন সম্বন্ধে আর একটী বিষয় উল্লেখ নাকরিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

বর্গীস্ পরিবারের চিত্রাগার অতিশয় রমণীয় দৃশ্য। ইহাতে যুরোপের প্রধান২ শিল্পীদিগের অনেক শিল্পনৈপুণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। গোয়েভেলাইনের একটী প্রতিকৃতি এই সুশোভিত গৃহে স্থাপন করিতে রাজকুমার বর্গীসে্র ইচ্ছা হইল ; তদনুসারে তিনি কোলেন্টী নামক জনৈক চিত্রবিশারদ লোককে গোয়েভে লাইনের একটী চিত্রপট অঙ্কিত করিতে আদেশ করেন। যখন সমুদয় প্রস্তুত তখন কোলেন্টী বলিলেন, প্রিন্সেস্ তাঁহার তুরস্ক-দেশীয় সালে সমধিক রমণীয়া দেখাইবেন এবং ছবিখানিও অতিশয় উৎকৃষ্ট হইবে ; অতএব তিনি উহা পরিধান করিয়া আসুন্ কিন্তু তৎকালে তাঁহার সেই সাল ছিল না। তিনি একদা উহা কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া দরিদ্রা স্ত্রীলোককে দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য একজন কর্ম্মচারীর পত্নীর এক যোড়া সাল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। গোয়ে

ঙেলাইন যদিও বিবিধ ভোগ্য-দ্রব্যে পরিবেষ্টিতা ছিলেন, তথাপি তাহাতে অনুমাত্রও আসক্তা ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "সন্ধ্যার সময় যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাতে তজ্জন্য অহঙ্কার প্রকাশ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। পরমেশ্বর স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি মুক্তাদি দ্বারা ধনশালী ব্যক্তিদিগের ধনাগার পূর্ণ করেন কেবল মাত্র দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য। যিনি তদ্বিপরীতাচরণ করেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সমদর্শী ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করেন। ন্যায়ের উৎস বিশ্বেশ্বরের নিকট উহা অন্যায় এবং অবিচার বলিয়া বিবেচিত হইবে। যিনি বৃথা ধনগর্ব্বে মত্ত, তিনি অসার বালুকাপূর্ণ মরুভূমি সদৃশ। উহা যত কেন শিশির বিন্দুজালে অভিষিক্ত না হউক তাহাতে কোন ফল দর্শে না, মরুভূমি মরুভূমিই থাকে, কোন প্রকার ফল ফুল প্রদান করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।" গোয়েঙেলাইন সর্ব্বদা এরূপ সুনিয়মে জীবন যাপন করিতে সংকল্পারূঢ়া ছিলেন, এবং বিলাসিতা বড় ভালবাসিতেন না।

একদা রাজকুমার কোন উৎসবের পূর্ব্বে গোয়েঙেলাইনকে বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন; কিন্তু তিনি তদ্দ্বারায় পরিচ্ছদ ক্রয় না করিয়া সমুদয় অর্থ দরিদ্র

দিগকে বিতরণ করেন নির্দ্দিষ্ট উৎসবের সময়ে তিনি পূর্ব্বের সামান্য পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা পরিধান করিয়াই উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি তুষার ধবল পদ্মকুসুমের ন্যায় স্বীয় পবিত্র শোভায় সমুদয়কে পরাস্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

এক্ষণে গোয়েণ্ডেলাইন কতিপয় সাধু অনুষ্ঠানের প্রতি মনো নিবেশ করিলেন রোমনগরীতে একটী সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক সংস্থা পনের জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টিতা হইলেন দরিদ্র শ্রমজীবীরা প্রতিদিন যাহা উপার্জ্জন করে যদি তাহা হইতে কিয়দংশ বাঁচা ইতে পারে তবে ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য যন্ত্রণ হইতে অনায়াসে মুক্তি পাইতে পারে। প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের যদি এরূপ কিছু২ অর্থ গচ্ছিত থাকে, তাহা হইলে ভাবী অভাবের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় যখন লোক বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়া শ্রমবিমুখ হয় এবং রোগ শয্যায় শয়ান হয় তখন এরূপ গচ্ছিত ধনের অভাবে অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং সমস্ত পরিবারকে দারিদ্র্য ও দুঃখস্রোতে ভাসাইয়া যায় এই মহানর্থ নিবারণের মানসে গোয়েণ্ডেলাইনের চিত্ত ব্যস্ত হইল সমস্ত দরিদ্র পরিবারের

দুঃখে একান্ত চিন্তান্বিতা হইয়া রোমনগরে এই শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন অচিরকালমধ্যে প্রস্তাবিত সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক রোমনগরে সংস্থাপিত হইল।

আর একটী শুভকর উচ্চানুষ্ঠানের জন্য রোমনগরী গোয়েণ্ডে লাইনের নিকট ঋণী হইল তিনি দেখিতে পাইলেন রোম নগরস্থ দরিদ্র বালক বালিকাগণ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে দুর্নীতি পরায়ণ হইতেছে। তাহাদিগকে যে সামান্য শিক্ষা প্রদান করা হইত, তাহাতে তাহাদের নৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রকার উন্নতি হওয়ার সম্ভব ছিলনা। এই অভাব দূরীকরণার্থ গোয়েণ্ডে লাইন কএকটী বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন তদনুসারে রোমের স্থানে২ এক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তিনি মধ্যেং স্বয়ং যাইয়া ঐ সমুদয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন।

গোয়েণ্ডেলাইনের মন এক্ষণে অন্য আর একটী সৎকার্য্যের দিকে ধাবিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, রোমনগরস্থ দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিদিগের অবস্থা অতীব শোকাবহ। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসজনিত রোগ এবং ব্যাধিযন্ত্রণা, সমুচিত চিকিৎসাবিরহে প্রায়শঃ মৃত্যুতেই পর্য্যবসিত হয়। এরূপ দুর্দ্দশাবস্থাপন্ন

লোকদিগের কষ্ট যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য এবং তাহাদের যথা-বিধি চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য রোমস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাতে অনেক রমণী তাঁহার সহ সমবেদনা প্রকাশ করিলেন ; এবং অচিরাৎ তাঁহার প্রযত্নে একটী "ভগিনীসম্প্রদায়" সংগঠিত হইল। এই ভগিনী দিগের ব্রত ছিল যে, তাঁহারা প্রত্যেক পীড়িত ব্যক্তিকে প্রয়ো জনানুরূপ ঔষধ যোগাইবেন ও তাহাদের অশন বসনের সম্যক্ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন অনেক সময় এই ভগিনীরা স্বয়ং রোগীদের পরিচর্য্যা করিতেন গোয়েণ্ডেলাইন ও তাঁহার সহ কারিণী ভগিনীগণ সমুদয় হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে যাই-তেন এবং যথাবিধি রোগীদিগকে সেবা শুশ্রূষা করিতেন এই (সেণ্টভিন্সেণ্টডিপলের) ভগিনীদিগের নাম ও কার্য্যকলাপ চিরকাল পৃথিবীতে মহত্ত্বের ও উচ্চহৃদয়ের চিহ্নস্বরূপ জাজ্বল্য-মান থাকিবে। রোমীয় হৃদয়ের ধর্ম্মানুরাগ ও ঔদার্য্য ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে। এই একমাত্র অনুষ্ঠান প্রমাণ করিতেছে যে, তাঁহাদের লোকের প্রতি ভালবাসা সমধিক বলবতী ছিল মানবহৃদয়ের উচ্চতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে রোমনগরী যে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাস্থল, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গোয়েণ্ডেলাইন কিছু দিবস পরে দেখিতে পাইলেন যে, ছোট২ বালিকারা নিতান্ত দুশ্চরিত্রা হইয়া যাইতেছে, এবং উহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ক্রমশঃ শোচনীয় হইবে জানিতে পারিয়া তিনি নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন। প্রকৃত নীতি এবং ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে যে উহারা দুঃশীলা ও কটুভাষিণী হইতেছে, তাহা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এবং তন্নিবারণার্থ তাহাদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা ও সমুচিত শিক্ষাদ্বারা তাহাদের মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করা বিশেষ আবশ্যকীয় বোধ করিলেন। সুতরাং বেতন বিনা তাহাদের শিক্ষোপযোগী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে তিনি কৃতসংকল্পা হইয়া ভগিনীদিগের হস্তে তাহার কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে মনন করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই

গোয়েণ্ডেলাইনের ঘটনাপূর্ণ জীবন শেষ করিয়া এক্ষণ আমরা তাঁহার জীবনপটের শেষ চিত্র প্রদর্শনে অভিলাষ করি ঈশ্বর তাঁহাকে পৃথিবীতে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন ঈশ্বরের দাসীত্ব ব্রতাবলম্বন করিয়া জগৎকে তিনি দাসীর ন্যায় সেবা

করিয়াছেন, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠারও পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা গোয়েণ্ডেলাইনের পারিবারিক জীবনের কিয়দংশ উল্লেখ না করিয়া এই পবিত্র জীবনী সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

গোয়েণ্ডেলাইন সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মানুশাসনের বশীভূত হইয়া গৃহকার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি গৃহকার্য্যানুরাগিণী গৃহিণীর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপা ছিলেন। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাকে অবহেলা বা অমনোযোগ প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন, এবং সর্ব্ব প্রথমে সন্তানদিগকে লইয়া ব্যাপৃতা থাকিতেন। তাহারা কথা কহিতে শিখিলে পর তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতেন। নিরন্তর তাহাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে এবং তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি সন্তানদিগকে পুরাতন রোমের গৃহিণীর ন্যায় "আমার মণি" বলিয়া জানিতেন*, এবং মনে করিতেন যে, সু

* পুরাতন রোম নগরে, কেইয়াস্ ও টাইবিরিয়াস গ্রেকাস্ নামক দুইজন বলবীর্য্যশালী ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাদের মাতা কর্ণিলীয়া পুত্রদ্বয়কে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা

শিক্ষিত এবং নীতিপরায়ণ সন্তান ব্যতীত পৃথিবী প্রসূতি হইতে অধিক কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। কালে সেই সন্তানেরাই সুশিক্ষা ও উচ্চহৃদয়ের গুণে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য, মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্য এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম হয়। যাহাতে এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার স্বীয় সন্তানেরা বহন করিতে পারে তিনি তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতে ত্রুটী করিতেন না। প্রত্যেক মাতাই সংসারের ভাবী উন্নতি অবনতির কারণ এবং উন্নত হৃদয়া জননী যে সংসারের দুঃখ স্রোত বন্ধ করিয়া সুখস্রোত প্রবাহিত করিতে সম্যক্ সক্ষম তাহাও তিনি উত্তম রূপে জানিতেন। অতএব মাতার উপর যে সংসারে গুরুতর ভার সংন্যস্ত রহিয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। হে সংসারের রমণীগণ, জননীগণ! তোমরা কি একবার এই গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা করিবেনা? এই পবিত্রা রমণীর চরিত্র হইতে তোমরা কি একবার সেই

প্রতিবেশিনী কোন রমণী তাঁহার মণি মাণিক্যাদি দেখিতে চাহিলে, তিনি সম্মুখস্থ পুত্রদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এই দুটীই আমার মণি।"

সার অংশটী গ্রহণ করিবে না? তোমরা কি দেখিতেছনা যে সংসারের সুখ দুঃখ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে? তোমরা যে সমস্ত সমাজের মানবজাতির উন্নতির মূলস্বরূপ হইয়া রহিয়াছ। তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ যদি তোমাদের স্ব স্ব সন্তানগণকে জ্ঞান এবং সত্যালোকে আলোকিত করিয়া সমাজের ভূষণ স্বরূপ করিতে পার, অপকৃষ্ট পথ হইতে মানব সন্তানকে সত্য ও ঈশ্বরাদিষ্ট পথে লইয়া যাইয়া অধঃপতিত মানব সমাজকে উন্নীত করিতে পার, তাহা হইলে সমাজের এবং পৃথিবীর কি পর্য্যন্ত উপকার করিলে! তোমাদের নিকট কি পৃথিবী এই মহদুপকারের জন্য ঋণী থাকিবে না? ঈশ্বর করুণ আমাদের স্বদেশস্থ ভগিনীগণের অন্তরে এই মহৎ কর্ত্তব্যজ্ঞানের আবির্ভাব হউক্ এই সতী রমণীর জীবন ইহাঁদের জীবনে প্রবিষ্ট হউক্, এবং এই নারী হইতে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও লোকানুরাগ শিক্ষা করিয়া নারী জাতির জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে রাখিয়া যাউন্

গোরেণ্ডেলাইনের একটী নিভৃত কক্ষ ছিল। তথায় তিনি একাকী প্রার্থনা করিতেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্না থাকিতেন পরিবারস্থ লোকেরা কখন২ তাঁহাকে সকল স্থানে অন্বেষণ

করিয়া নাপাইলে এই স্থানে আসিযা দেখিত তিনি গম্ভীর ধ্যানে নিমগ্ন। গোয়েথেলাইন যে গৃহে পারিবারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন তাহাতে বহুবিধ পবিত্র পুরুষ ও নারীগণের প্রতিকৃতি থাকিত যে দিকে দৃষ্টি করিতেন, সেই দিকেই পবিত্র ছবি দেখিতে পাইতেন এবং ইহাতেই তাঁহার মন ঈশ্বরে সাতিশয় সমাবিষ্ট থাকিত তিনি প্রত্যেক রবিবার উপাসনালয়ে যাইয়া দরিদ্র লোকদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং বল ও শান্তি ভিক্ষা করিতেন। তিনি কাহারও মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলে স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইতেন তথাকার অন্যান্য বড়লোকেরা প্রায়ই কেবল ভৃত্য মাত্র পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং যাইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তিপ্রার্থনা এবং অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন একদা কার্ডিনেল গাইষ্টিনিযানি* তাঁহাকে এ অবস্থায় গৃহপরিষ্কার করিতেও দেখিয়াছিলেন গোয়েথে-লাইনের প্রত্যেক কার্য্য দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, তিনি অতিশয় ঈশ্বরানুরক্ত ছিলেন। তিনি জীবনের প্রত্যেক "কার্য্যেই

*কার্ডিনেল গাইষ্টিনিযানি—জনৈক ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকের নাম।

দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের ফল মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং জীবনোন্নতি কেবল তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র

চতুর্থ অধ্যায়।

গোয়েণ্ডোলাইন—স্বর্গিণী।

খৃষ্টীয় ১৮৪০ অব্দে গোয়েণ্ডোলাইনের চতুর্থবার প্রসবের কাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শ্রদ্ধেয় জনক জননী তাঁহার সহিত দেখা করিতে এবং একত্রে এণ্টনটাওয়ারে মহা সুখে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। গোয়েণ্ডোলাইন জনকজননীর মনোরথপূর্ণ করিবার আশায় স্বামী ও সন্তানত্রিতয় সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় তিনি তাঁহার রোমস্থ দরিদ্র অনাথ শিশু সন্তানদিগকে স্বীয় বন্ধুবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। পুনর্ব্বার পিতা মাতার স্নেহ বিস্ফারিত শ্রীমুখ, বাল্যবাস ভবন ও বাল্যকালের স্মরণচিহ্ন সমুদয় দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

পথিমধ্যে প্রিন্স বর্গীস্ প্যারিসনগরে চতুর্দ্দশ দিবস বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। তথায় লর্ড এরজ-বারীর ভগিনী লেডী টেলবটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। পারিস হইতে লণ্ডন দিয়া তাঁহারা এণ্টনটাওয়ারে উপনীত হইলেন। অনেক কালের পর গোয়েণ্ডেলাইন পিতা মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কতই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন

জুলাই মাসের প্রারম্ভেই গোয়েণ্ডেলাইন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন এইটী তাঁহার চতুর্থ সন্তান তাঁহার মাতা, পিতা, স্বামী ও পরিবারস্থ সকলেই নবকুমারের জন্মে যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎকাল অন্তে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহা-দিগের সহ সাক্ষাৎ করিবার মানসে এণ্টনটাওয়ারে উপস্থিত হই-লেন। রাজ্ঞী সমাগমে লর্ড ও লেডী শ্রুজবারী উভয়েই নিরতি-শয় সুখ লাভ করিলেন। তাঁহারা দুই দিবস নৃত্যগীতাভিনয়াদি দ্বারায় মহারাণীও অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন, ও উপস্থিত অপরাপর সমুদয় লোকদিগকে অপর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। এই উৎসবের সময় গোয়েণ্ডেলাইন একাকিনী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া থাকিতেন,

সকলের মনোবিক্ষার্থ বাধা হইয়াও উৎসবে সম্যক্ যোগ দিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডেশ্বরী বিদায় কালে তাঁহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া এবং বিবিধ স্নেহপূর্ণ বাক্য প্রযোগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গোযেণ্ডে লাইন সুস্থকায় হইযা উঠিলেন, এবং তাঁহাদের রোমে প্রত্যা বর্ত্তন করিবার আযোজন হইতে লাগিল। লেডী এজবারী কন্যার বিরহ আশঙ্কায় শোকে অধীরা হইলেন, এবং অনুদিন দরদরিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোসেণ্ডে লাইনও দিন২ বিমর্ষা হইতে লাগিলেন। কোন২ সময়ে তাঁহার চক্ষের কোণে অশ্রুবিন্দুও দৃষ্ট হইত। এক দিবস কথা প্রসঙ্গে তিনি কয়েকজন স্ত্রীলোকের সমক্ষে বলিযাছিলেন "মৃত্যু উপস্থিত হইলে মহা সুখে আলিঙ্গন করিতাম।" তাঁহার সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে এরূপ সুখসম্পদের মধ্যে মৃত্যু কামনা করিবার কারণ এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সন্তানচতুষ্টয়ের অবস্থা কি হইবে জিজ্ঞসা করিলে, তিনি বলিলেন "ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।" ক্রমে তাঁহাদের রোমে প্রস্থানের দিবস আসিযা উপস্থিত হইল। এই তাঁহাদের শেষ বিদাযের দিবস অতি গভীর শোকপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর সকলে বিদায় গ্রহণ করি

লেন। তাঁহারা শরৎকালের প্রারম্ভেই ইতালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন গোয়েথেলাইনের ভগিনী মেরী তৎকালে তাঁহার স্বামী প্রিন্স ডোরিয়া সহ তাঁহাদের সেন্‌মেরিনো নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন গোয়েথেলাইন যেন সমস্ত বন্ধুবান্ধব গণের নিকট বিদায় লইবেন মানস করিয়াই কয়েক দিবস ভগিনী সহবাসে অতিবাহিত করিয়া অক্টোবর মাসে সপরিবারে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন গোয়েথেলাইন যখন সেণ্টপিটার নামক উপাসনালয়ের সম্মুখদিয়া যাইতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার মনে অপরিসীম আনন্দ সঞ্চার হইল এবং মুখশ্রী অত্যধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করিল সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালীন মেঘের ন্যায় সমুদয় দুঃখ অশান্তির কালিমা অন্তর্হিত হইয়া গেল

২২এ অক্টোবর গোয়েথেলাইনের অল্প২ রোগের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তিনি কিছু২ গলাবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন অবশেষে উহা আরক্তজ্বরে* পরিণত হইল রোগ প্রথমে সামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা ভয়ানক

* ইহাকে ইংরেজীতে 'স্কার্লেট ফিবার' বলে এই জ্বর আমাদের দেশে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না

আকারে পরিবর্তিত হইল এই সময়ে রাজকুমার ও পরিবার-বর্গ এবং সমস্ত নগরবাসীরা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন সকলেরই অন্তরে ভয়ের উদয় হইল। আর থাকিতে না পারিয়া রাজকুমার অতি বিষণ্ণভাবে চিকিৎসকগণকে গোয়েথেলাইনের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন চিকিৎসকগণ অগত্যা বলিয়া দিলেন, যে রোগ অচিকিৎস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং রোগীর প্রাণরক্ষার বিন্দুমাত্রও আশা নাই; এই কথা সকলের অন্তরে বজ্রবৎ আঘাত করিল সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেবলমাত্র গোয়েথেলাইন একাকী স্থির এবং শান্ত-ভাবে রহিলেন

এই সময়ে একটী শব্দ যেন গোয়েথেলাইনের কর্ণে বলিয়া গেল "বিশ্রামের সময় আসিয়াছে, জীবনের সংগ্রাম শেষ হই-য়াছে, এবং স্বর্গে গৌরবমুকুট তাঁহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে" তিনি প্রশান্তভাবে ঈশ্বরের চরণে আত্মা সমর্পণ করিলেন, এবং বিনীত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ২৭এ অক্টোবর তিনি অমৃতাম্বারি পান করিয়া পবিত্র হইয়া অনন্ত বিচারকের হস্তে

আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন * প্রিন্স বর্গীস সত্বর গমনে ফাদার† রোসাভেনকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন বোসাভেন সমস্ত রাত্রি একজন পীড়িত ব্যক্তির সেবা করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন রাজকুমার তাঁহাকে শকটাগমনের প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "চলুন, শীঘ্র প্রস্থান করি; আমি জানি রাজবধূ কখনও কাহাকে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দিতেন না" ফাদার রোসাভেন গৃহে প্রবেশ করিলে পর, গোয়েণ্ডেলাইন ক্ষীণ স্বরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "পিতঃ! আসুন, আপনাকে আমার অনেক বলিবার আছে আমি সমুদয় বলিবার সময় পাইব কি?" ফাদার রোসাভেন বলিলেন "বৎসে। সাহস অবলম্বন কর, আমি তোমার মনের বিশুদ্ধগতি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি" কয়েক

* ক্যাথলিকদিগের কোন বিশেষ ধর্ম্মোৎসবকে 'সেক্রেমেণ্ট অব্ পেনেন্স বলে' এই সময়ে অনুতাপ দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা হয়

† ফাদার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজকের উপাধি। রোসাভেন কোন ধর্ম্মযাজকের নাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রার্থনা এবং কন্‌ফেশন্* শেষ হইয়া গেলে একজন চিকিৎসক রোগীর শেষ অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিল। মৃত্যু ঘণ্টা† বাজিতে লাগিল, এবং অসংখ্য লোক তাঁহার আত্মার বিশ্রাম এবং শান্তি প্রার্থনা করিতে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে একজন আচার্য্য গৃহে প্রবেশ করিলে গোয়েথেলাইন মুখভঙ্গি দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে তখন তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এই কথাতে গোয়েথেলাইনের মুখশ্রী উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল তিনি হাসিতেং ঈশ্বরের আদেশ পালনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহার নয়নদ্বয় ও হস্ত দ্বয় স্বামীকে অন্বেষণ করিতেছিল এবং তাঁহাকে বলিয়া গেলেন

* রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে প্রত্যেককে স্বীয়২ পাপ কার্য্য পুরোহিতকে যথাসময়ে জ্ঞাপন করিতে হয় তিনি তন্মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃপা ও করুণা প্রার্থনা করেন ইহাকেই কন্‌ফেশন্ বলা হইয়া থাকে

† খৃষ্টানদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বা পরে ঘণ্টা বাজাইয়া সাধারণকে তদ্বিষয় অবগত করা হয়। উহাকেই মৃত্যু ঘণ্টা বলে।

"আমার, প্রাণের প্রিয়তম সন্তান চতুষ্টয় তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি।" তৎপরে আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। তিনি কেবলমাত্র মাতাপিতাকে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া কিছু দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সেই ইচ্ছাও ঈশ্বরে বিলীন করিয়া দিলেন। তাঁহার চক্ষে আনন্দজ্যোতিঃ দেখা দিল; আকাশ-পানে নিরীক্ষণ করিয়া হস্তদ্বয় বদ্ধ করিলেন এবং বক্ষস্থলোপরি সংন্যস্ত করিয়া স্বীয় আত্মাকে চিরপবিত্র ঈশ্বরে স্থাপন করি-লেন। তখনকার দৃশ্যটি অত্যন্ত শোকাবহ ও পবিত্র হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান লোকেরা প্রার্থনা করিতেছে, এবং পুরো-হিতেরা সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর। সূর্য্যদেব প্রখরভাবে মধ্যাহ্নগগনে কিরণজাল বিস্তার করিতে ছিলেন। ঠিক সেই সময় একটী পবিত্র আত্মা পার্থিব বাস পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে আরোহণ করিল। এইরূপে একটী স্বর্গীয় কুসুম পৃথিবীতে সম্পূর্ণ বিকসিত হইতে না হই-তেই অপহৃত হইল।

প্রিন্স বর্গীস তখন শোকে কি পর্য্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন

তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে প্রথমে তিনি নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া সন্তানগণের মুখশ্রী দর্শন করায় তাঁহার উদ্বেলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ নিবসন হইল

প্রিন্সেস্ ডোরিয়াও ঠিক এই সময়ে স্বামীসহ ভগিনীর সেবা শুশ্রূষা করিবার মানসে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগিনীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের শকট আসিয়া বর্গীস পরিবারের প্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয়তমা ভগিনীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেন। এই অসম্ভাবিত দুঃখ সংবাদ শ্রবণে তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। গোয়েণ্ডেলাইনের মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল; এবং প্রত্যেক পরিবারই শোকসন্তাপে অভিভূত হইল প্রত্যেক ব্যক্তিই একজন পরম আত্মীয় পরিশূন্য হইল জ্ঞান করিতে লাগিল। প্রতিজনের মুখেই কেবল গোয়েণ্ডেলাইনের কথা শুনা যাইতে লাগিল।

৩০এ অক্টোবর তাঁহার মৃত দেহ সমাধিস্থানে নীত হইল সহস্র২ লোকে পথি ঘাট পরিপূর্ণ হইয়া গেল তখন এরূপ

জনতার মধ্যেও এতদূর নিস্তব্ধ ভাব হইয়াছিল যে, পুরোহিত মহাশয় গণের প্রার্থনা অতিদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে কিরূপে ধার্ম্মিক জীবনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা এই ঘটনায় পরিদৃষ্ট হইল

গোরেওলাইনের সমাধিকার্য্য শেষ হইলে পর, রাজকুমার বর্গীস দুহিতা ও পুত্রত্রয়কে সঙ্গে করিয়া ক্রেস্কেটী নামক স্থানে বাস করিতে প্রস্থান করিলেন। কন্যাটী রোগগ্রস্থা হইল, এবং তথাকার বাসভবনে উপস্থিত হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল রাজকুমার এই সময় পুত্রতিনটীকে রোমে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও শীঘ্র রোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইল তৎপরে জ্যেষ্ঠ সন্তানটিরও অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, এবং অচিরাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়া অনন্তধামে গমন করিল। কেবল মাত্র ছোট ছেলেটী প্রথমতঃ রোগবিমুক্ত হইয়ছিল, কিন্তু যখন তাহার আরোগ্যে সকলে আনন্দিত হইলেন, তখন ভ্রাতাদিগের ন্যায় পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

ইহাঁদিগের মৃত্যুসম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী শুনা যায়।

তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'কেমিলস্' জানিত না যে, তাহার ভ্রাতা 'জন' পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; যখন জনের মৃত দেহ প্রাসাদ হইতে বহির্ব্বাটীতে নীত হইতেছিল, তখন কেমিলস্ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বলিতেছিল "আমিও জনের সঙ্গে যাব আমিও জনের সঙ্গে যাব।" এই কথা বলিবার কিছু কাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোয়েণ্ডেলাইনের একজন পরিচারিকা এরূপ একটি ঘটনার বিষয় বলিয়াছে "একদা যখন আমি তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া আছি, তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার সন্তানগুলিকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং আকাশপানে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'আমার প্রাণের বাছাগণ! তোমরা কি এই স্বর্গীয় সংগীত ধ্বনি শ্রবণ করিতেছ; ইহা আমার ও তোমাদের জন্য গীত হইতেছে।"

গোয়েণ্ডেলাইনের মৃত্যু সংবাদ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডেও সকলের প্রাণে সমান ভাবে আঘাত করিল। বর্লিনের রাজপরিবার এবং অন্যান্য রাজ্যেও সমভাবে সকলে দুঃখিত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া লেডী শ্রুজবারীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। এই

পবিত্র চরিত্রা দুহিতার মৃত্যু সংবাদ এবং কবিরা তখন মাতা পিতার শোকস্রোত কতদূর বেগবতী হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত তাঁহার সমাধিমন্দিরে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথামাত্র সরল ভাষায় ও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

আর্ল অব শ্রুজবারীর দুহিতা, দরিদ্রজগতের মাতৃস্বরূপিণী প্রিন্সেস্ গোয়েণ্ডেলাইন বর্গিসের মৃতদেহ এস্থলে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। লণ্ডনে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর কাল সংসারে পরোপকার ব্রত পালন করতঃ ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্না হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ।